আলমডাঙ্গার উদয়পুর- বাঁশবাড়িয়া রাস্তার গাছ কেটে বিক্রির অভিযোগ

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের উদয়পুর গ্রামে রাস্তার গাছ কেটে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে হবিবর রহমানের বিরুদ্ধে।

গতকাল উদয়পুর- বাশঁবাড়িয়ার রাস্তার পাশে একটি শিমুল গাছ কেটে বিক্রি করেছে বলে জানা গেছে। তবে হবিবর রহমান দাবী করেছেন গাছটি তার সম্পতির মধ্যে ছিল।

স্থানীয়রা জানান, উয়দপুর গ্রামের মৃত আতর আলীর ছেলে হবিবর রহমান সরকারী রাস্তার পাশের একটি শিমুল গাছ কেটে বিক্রি করেছে। সে দাবী করলেও ওখানে কয়েকবার মাফ হয়েছে। ওখানে দুই চেনেই জমি রাস্তার নামে আছে।

দেখা গেছে হবিবর রাস্তার জমি দখল করে আছেন। গাছটি রাস্তার জমির ভেতর পড়ে। তবু সে সরকারী গাছটি কেটে বিক্রি করেছে।

আলমডাঙ্গার প্রাগপুরের পূর্বশত্রুতার জের ধরের মারামারী ; থানায় মামলা

আলমডাঙ্গায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এক জনকে রক্তাক্ত জখম করেছেন প্রতিবেশীরা। এ ব্যাপারের আহত জামাল বাদশা থানায় বাদী হয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামের নিয়াজ উদ্দিনের ছেলে জামাল বাদশার সাথে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কলাহল চলছে। সেই সূত্র ধরে গত ৩১ আগস্ট সন্ধ্যার সময় জামাল বাদশার সাথে

হাসেম আলীর ছেলে সাদ্দাম হোসেনের রাস্তার উপর কথা কাটাকাটি হয়।

এক পর্যায় সাদ্দান হোসেন ও তার চাচাতো ভাই জুলহাস তাকে হুমকি দিয়ে বলেন, এখান থেকে চলে যা তা না হয়ে মেরে তাড়ানো হবে। এর প্রতিবাদ করলে সাদ্দাম ও জুলহাস জামাল উ্◌িদ্দনকে মারধর করে। পরে জালাম উদ্দিন দৌড়ে বাড়ি পৌঁছালে সাদ্দামসহ তার পরিবারের সদস্যরা রড, দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জামাল উদ্দিনের বাড়িতে হামলা করে। বাড়ি ভাংচুর সহ জামাল ও তার মাকে মারধর করে।

এ ব্যাপারের জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় সাদ্দাম, হাসেম উদ্দিন, জুলহাস, আবেদ, রশিদুল, তুহিন, সাইদুলসহ সাত জনের নাম উল্লেখ্য করে অভিযোগ দায়ের করে।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে দুই পরিবারের মধ্যে একটি শত্রুতা চলে আসছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার বাকবিতণ্ডা দেখা দিয়েছে। সেই শত্রুতার জের ধরে দুই পরিবারের মধ্যে মারামারীর ঘটনা ঘটে।

গত ৩১ আগস্ট সন্ধ্যার আগে জামাল সাদ্দামের সামনে নিজ মোটর সাইকেলে জোরে চালালে পাশের দোকানের মানুষ নিষেধ করলের জামাল বলেন যার বাপের আছে সেই তো চালাবে। এমন কথা বললে সাদ্দাম বলেল কথা ভালো ভাবে বল। এক কথা দুই কথা তাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। আহত জামাল ও তার মাকে উদ্ধার করে হারদী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার প্রদান করলেন পুলিশ সুপার”

বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী” ফেসবুক গ্রুপে আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের গোপীনগর গ্রামের আব্দুল মালেকের স্ত্রী পঙ্গুত্ব বরণ করে অসহায় জীবনযাপন করছেন এমপি একটি স্ট্যাটাস দেখে তাকে হুইল চেয়ার প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

গতকাল বুধবার দুপুর ২ টার সময় ওই গ্রুপের মডারেটর সাঈদ হুসাইন ও ইউনুস চৌধুরী প্রতিবন্ধী খাইরুন নেছাকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে নিয়ে গেলে পুলিশ সুপার তাকে একটি হুইল চেয়ার প্রদান করেন।

এসময় পুলিশ সুপার বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে তিনি তার সাধ্যমত জনগণকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এসময় তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর সহযোগীতা কামনা করেন। সেখানে আরো উপস্থিত ছিল গ্রুপের চীফ এডমিন মশিউর রহমান, এডমিন মাসউদুর রহমান, মডারেটর মুহসিন, পারিকুল প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় প্রবাসীর স্ত্রীকে উত্যক্ত, শ্রীঘরে সাহাবুল

প্রতিবেশী সাহাবুলের একের পর এক কুপ্রস্তাবে অতিষ্ঠ হয়ে তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করতে বাধ্য হল আলমডাঙ্গার শ্রীনগর গ্রামের প্রবাসী রাহুল লস্করের স্ত্রী বুলবুলি খাতুন (৪০)। এর পরপরই পুলিশ সাহাবুলকে আটক করে।

সাহাবুল (৩০) জামজামী ইউনিয়নের শ্রীনগর গ্রামের সোহরাব হোসেনের ছেলে। সে নিয়মিত বুলবুলি খাতুনকে উত্যক্ত করে আসছিল।

বুলবুলি খাতুন জানান, তার স্বামী রাহুল লস্কর ও বড় ছেলে সালমান মালেশিয়ায় প্রবাস জীবন-যাপন করছেন। তিনি ছোট ছেলে ফরিদকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতে বসবাস করছেন। বাড়িতে স্বামী না থাকার সুযোগে সাহাবুল তাকে প্রায় কুস্তাব দিতে থাকে।

তিনি এতে রাজি না হওয়ায় সাহাবুলের উত্যক্ততা আরও বহুগুনে বেড়ে যায়। সে রাত-বিরাতে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করতে থাকে। মঙ্গলবার রাতে জানালা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্ত প্রতিবেশীরা সাহাবুলের কান্ড দেখে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

পরদিন বুধবারে বুলবুলি থানায় এসে সাহাবুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগ আমলে নিয়ে সাহাবুলকে আটক করে।

সত্তর বছরের আ.লীগ পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করার পায়তারা চলছে

দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে যে পরিবারটির সদস্যরা আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে লালিত-পালিত হয়ে মুজিব আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াইয়ে অগ্রনী ভুমিকা পালন করে আসছিলেন সেই পরিবারটির সদস্যরাই এখন আওয়ামীলীগের নেতৃত্বের কারনে একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে।

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়নজুড়ে এই পরিবারটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকা সত্বেও তা ক্রমান্বয়ে ছেটে দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে জেলা নেতৃত্ব। এরই মধ্যে এই পরিবারের সদস্য খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল হালিম মন্ডলের কাছ থেকে সভাপতির পদটি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে দীর্ঘ বছর ধরে থাকা স্কুল কমিটির সভাপতির পদটিও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এসব অভিযোগগুলো করছিলেন আব্দুল হালিম মন্ডল।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে কথাগুলো বলেন আওয়ামী লীগের এই ত্যাগী নেতা। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি রদিদুল ইসলাম।

আব্দুল হালিম মন্ডল বলেন, ১৯৪৯ সালে আওয়ামীলীগের জন্মের সময়ে খাদিমপুর ইউনিয়নে প্রথম দলটির সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় তার আপন ফুফাত ভাই কমলাপুরের নুরুদ্দিন মাস্টারকে। তিনি দীর্ঘ বছর সভাপতি হিসেবে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় তারই ছোট ভাই সফিউদ্দিনকে। তিনিও দীর্ঘ বছর এই পদে দায়িত্ব পালন করেন।

সবশেষে ৯৭ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতির দায়িত্ব পান বর্তমান চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল। তিনি ১৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। গত উপজেলা নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের পক্ষে ভোট করায় জেলা নেতৃত্বের রোষানলে পড়েন আব্দুল হালিম মন্ডল। এরপর তার কাছ থেকে একে একে দলীয় সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকলেও পদে পদে হচ্ছেন বাঁধাগ্রস্ত।

আব্দুল হালিম মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ থেকে বিএ পাশ করার পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন তিনি। এরপর তিনি আবারও কুষ্টিয়া ল‘কলেজে ভর্তি হন। কিন্ত পরিবারের আহ্বানে তাকে খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশ নিতে হয়। তিনি দুইবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এরআগে তার বড় ভাইও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

হালিম মন্ডল বলেন, তিনি দিনে দিনে পুরো ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের রাজনীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। দীর্ঘ বছর ধরে সার্বক্ষনিক জনগনের মাঝে থাকায় মানুষের ভালবাসায় নিজেকে করে তুলেছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বি। তিনি বলেন, তার এই জনপ্রিয়তাই রাজনীতিতে কাল হয়ে দেখা দিয়েছে। তাকে নানাভাবে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার চেয়েও অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোন লোককে দিয়ে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব দেওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বি। খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনেও তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বি।

জীবননগরে মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

জীবননগরে মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে মাস ব্যাপী ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়।

টেকনোলজি এম পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকব) প্রকল্পের আওতায় আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে এক মাস মেয়াদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা পরিষেদেও চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মামুন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী প্রমুখ।

জীবননগরে বিএনপির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

জীবননগরে বিএনপির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যলয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তলনসহ দোয়া ও আলোচনা সভা শেষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়।

জীবননগর পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আঃ রশিদের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আবুল হোসেন তোয়া, আরিফ জাহাঙ্গীর রাজা, পৌর যুবদলের আহবায়ক ও পৌর কাউন্সিলার হযরত আলী, পৌর বিএনপি নেতা মজনু রহমান, পৌর কাউন্সিলার আপিল মাহমুদ, হাবিবুর রহমান হবি, সাবেক কাউন্সিলার হাসান ,রায়হান নবী, খালেক,আশরাফ আলী, আমান হোসেন, রফা, বিএনপি নেতা বদর উদ্দিন বাদল, আয়ুব হোসেন, হাফিজুর রহমান, শহিদুল ইসলাম,

রফিউল ইসলাম, সেলিম হোসেন,রেজাউল, মতিয়ার, জাহাঙ্গীর, আতিয়ার রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান সোনা, সালাম, মিজান, বাশার মেম্বার, ডাঃ মিজান, আলী হোসেন, টিপু মেম্বার, আমিনুল, জাফির মেম্বার, যুবদল নেতা আলতাফ, সাইফুল, সরোয়ার, রানা, সমসের, শিলন, মন্টু, আবুল,হাসানুজ্জামান, কাশেম,লাল, মিজান, ভুট্টু, সাইফুল, মিজান, শামীম, জিয়া, ইনামুল, বাবু, সুমন, মামুন, শাহিন,আরজ,নাজমুল

,জাহাঙ্গীর,কানন, জুলফিক্কার, মজিদ, সালাম মেম্বার, বকুল পৌর যুবদল নেতা, আনার হোসেন,

রাশেদিন, বাহার, রাজ্জাক, রবগুল, মোমিন, আরজ, সামাউল,মিঠু, আলফাজ, শুকুর, সাকের, হাকিম, শাজামাল, জাহাঙ্গীর, ইনাম, আরিফ, সান্টু, উপজেলা ছাত্রদল, মামুন পারভেজ, জ্যাকি, মাজেদ, রুবেল, তুহিন, শাহিন,রাসেল,পৌর ছাত্রদল নেতা , রাসেল, মুরাদ জন, আলামিন ,সম্রাট, নাজমুল, শাওন, সবুজ, তবিবুর, আফ্রিদি,কলেজ ছাত্রদল নেতা, রুমান, মুরাদ ছোট, ইমন, নাহিদ, হাসান, স্বাধীন প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক ও ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন ।

দর্শনা কেরুর আখ রোপণ মৌসুমের উদ্ধোধন

কেরু এন্ড কোম্পানীর জমিতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আখ রোপণ মৌসুমের উদ্ধোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কেরুর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো আবু সাইদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রোপন মৌসুমের উদ্ধোধন করেন।

চিনিকলের কৃষি বিভাগ জানায়, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কতৃপক্ষ এ মৌসুমে ৯ হাজার একর জমিতে আখ রোপণের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। গতকাল মঙলবার চিনি কল এলাকার ১০টি স্থানে মোট ৫২ একর জমিতে আখ রোপণের মধ্যে দিয়ে উদ্ধোধন করা হয়েছে ।

এ সময় জি এম(কৃষি) গিয়াস উদ্দীন, ডিজিএম (খামার) হুমায়ুন কবির, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি মো তৈয়ব আলি সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমানসহ চিনিকলের বিভাগীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত বছর চিনি করপোরেশন কেরু চিনিকল কতৃপক্ষকে ১০ হাজার

একর জমিতে আখ রোপণের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে দিলেও ৮হাজার ৫শ ৩২ একর জমিতে আখ রোপণ করা হয়েছিল।

দর্শনা পৌরসভার হিসাব রক্ষক পলাশ সাময়িক বরখাস্ত

চেক জালিয়াতির অপরাধে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভার হিসাব রক্ষক এস এম রুমি আলম পলাশ কে সাময়িক বরখাস্ত করেছে পৌর পরিষদ।

জানা গেছে, দর্শনা পৌর সভার চলতি বছরের বার্ষিক হিসাব করতে গিয়ে দেখা য়ায় হিসাব রক্ষক এস এম রুমি আলম পলাশ ও সহকারী ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সামাদের যোগসাজসে পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান এর সই জাল করে ১৭ লাখ ৫২ হাজার টাকা উত্তোলন করেছেন।

বিষটি দর্শনা পৌর দৃষ্টিগোচরে আসে। ফলে হিসাব রক্ষক এস এম রুমি আলমকে সাময়িক বরখাস্ত করে পৌর কর্তৃপক্ষ ৩ সদস্যর একটি তদন্ত দল গঠন করেন।

এ তদন্ত দলে রয়েছেন দর্শনা পৌর সচিব মনিরুজ্জামান সিকদার সরোয়ার হোসেন ও ইউনুস আলী। ঘটনাটি দর্শনা পৌর সচিবের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, তদন্তের সার্থে আমরা এখন কিছুই বলবো না। তদন্ত শেষে জানাতে পারবো। এ বিষয় দর্শনা পৌর মেয়র বলেন, বিষয়টি তদন্ত শেষে আমরা পরে জানাতে পারবো।

চুয়াডাঙ্গায় সুবিধা বঞ্চিত

আনারুল’কে হুইল চেয়ার প্রদান করলেন পুলিশ সুপার

ফেসবুকের একটি পোস্ট নজরে আসার পর চুয়াডাঙ্গার দর্শনার থানার গড়াইটুপি গ্রামের পক্ষাঘাতগ্রস্থ আনারুল ইসলামকে একটি হুইল চেয়ার প্রদান করেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে পুলিশ সুপারে এ হুইল চেয়ার তাকে প্রদান করেন।

এসময় পুলিশ সুপার বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে তিনি তার সাধ্যমত জনগণকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এসময় তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর সহযোগীতা কামনা করেন।

জানা গেছে, “চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক ভাষা পরিষদ” নামের একটি ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করেন চুয়াডাঙ্গা দর্শনা থানার গড়াইটুপি গ্রামের আনারুল পঙ্গুত্ব বরণ করে অসহায় জীবনযাপন করছে। সেখানে তার জন্য একটি হুইল চেয়ারের জন্য আবেদন করা হয়। আবেদেনর বিষয়টি পুলিশ সুপারের নজরে আসলে তিনি তাকে হুইল চেয়ার দেওয়ার কথা ঘোষনা দেন।

উল্লেখ্য, “মুজিবর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার” এই মূলমন্ত্র বুকে ধারণ করে বাংলাদেশ পুলিশ পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি দেশের যেকোন জরুরী পরিসেবা এবং সামাজিক, মানবিক ও উৎসাহমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা রেখে চলেছেন। তারই অংশ হিসেবে মানবিক পুলিশ সুপার খ্যাত মোঃ জাহিদুল ইসলাম একের পর এক গণমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করছেন।